কালের কণ্ঠ

তারিখ 22 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দুই দিন আগের অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল শনিবার সকাল থেকেই উত্তেজনা দেখা দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। শুরুতেই প্রোভিসি অধ্যাপক ডা. জাকারিয়া স্বপনের পক্ষে একদল চিকিৎসক রোগী ফেলে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। পাল্টা সমাবেশ করেন প্রক্টর অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান দুলালের অনুসারী চিকিৎসকরা। ফলে বিভিন্ন বিভাগে রোগীরা বিড়ম্বনার শিকার হন। একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করে এবং বৃহস্পতিবারের সিদ্ধান্ত অনুসারে মিছিল-মিটিং বন্ধ করে দেয়।

উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে পরে বিশ্ববিদ্যালয় ডিন কমিটি বৈঠক করে। এ ছাড়া বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) ও স্বাচিপ নেতারাও বিষয়টি নিয়ে আলাদা বৈঠক করে পরিস্থিতি দ্রুত সমাধানের আশা ব্যক্ত করেন।

পরে দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অপেক্ষায় আছি। তিনি এখন ঢাকার বাইরে। ঢাকায় ফিরে এলেই তাঁর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে।' ওই সময় তিনি আগের মতো দাবি করেন, প্রোভিসি অধ্যাপক ডা. জাকারিয়া স্বপনকে তিনি মারধর করেননি। মারধর করার প্রমাণ দিতে পারলে কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা নেবে, তাই তিনি মানবেন। ওই সময় ভিসির পাশে উপস্থিত ছিলেন প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. সারফুদ্দিন আহম্মেদ। তবে প্রোভিসি অধ্যাপক ডা. জাকারিয়া স্বপন এ সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন না।

পুলিশ মোতায়েন, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অপেক্ষায় কর্তৃপক্ষ

এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে প্রোভিসি অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপন এবং প্রক্টর অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান দুলালকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ভিসির কার্যালয়ে এক বৈঠকে সংঘটিত ওই ঘটনার জের ধরে সেদিন পুরো ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুই পক্ষের অনুসারীরা ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় লিপ্ত হয়। পরে ভিসির হস্তক্ষেপে পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তাকর্মীদের সহায়তায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান কালের কণ্ঠকে বলেন, একটি মহল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ওই চক্রটি বিভিন্ন ইস্যুতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অস্থিতিশীল করতে চায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে এ ধরনের যেকোনো তৎপরতার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ভিসি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তার নিজ নিজ অবস্থান, সম্মান-মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠানের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি।

প্রোভিসি অধ্যাপক জাকারিয়া স্বপন অভিযোগ করে বলেন, 'একটি উচ্চপর্যায়ের সভায় প্রক্টরের থাকা-না থাকা নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। এ সময় ভিসি ও প্রক্টর মিলে আমাকে মারধর করেছেন। ওই সভায় প্রক্টরের থাকার কথা ছিল না।'